আঁধারিয়া

আঁধারিয়া

অতিপ্রাকৃত ও ভয়ের কাহিনি সংকলন

তৌফির হাসান উর রাকিব

বইবন্ধু

Andhariya

Collection of uncanny & horror stories

by Tawfir Hasan Ur Rakib

Published by Boibondhu Publications Private Limited
26/2 Surya Sen Street, Kolkata 700009

© Tawfir Hasan Ur Rakib

ISBN : 978-81-968582-4-7

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল
বর্ণশুদ্ধি : স্বপনকুমার পান

প্রকাশক

বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ

২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫

www.boibondhupub.com

মুদ্রক : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স

৩৮ এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : ₹ ৫৫০/-

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

মুহাম্মদ আলমগীর তৈমূর স্যার
এবং
লুৎফুল কায়সার ভাইকে।

তাঁরা দূরে থাকেন; তবে কাছের মানুষ।

সূচি

আঁধার-পুত্র ৯

বানকুড়ালি ৩২

ছায়া-রাজ্য ৪৯

ডাইনি ৬৫

হনন ৯৯

ইনফার্নো ১২০

ঈশ্বরী ১৪৫

মৃত্যুপুরী ১৬৯

নিতাই ফকির ১৯১

অপদেবী ২০৫

ওরাকল ২৩৩

উখিনী ২৬৩

আঁধার-পুত্র

জঙ্গলগড়ের আকাশে জবুথবু হয়ে ঝুলে আছে একটা আধক্ষয়া চাঁদ। শীতের এই রাতে চাঁদের বুড়ির চাদরের ফাঁক গলে ঝরে পড়ছে জোছনা মাখানো শিশির কুচি।

হিমের গায়ে জড়িয়ে থাকা নৈঃশব্দ্যে কীসের যেন চাপা উৎকণ্ঠা; যেন এক্ষুনি আসমান ফুঁড়ে পক্ষীরাজে চেপে মর্তে নামবে রূপকথার ডালিমকুমার!

কিংবা সোনার কাঠির আলতো স্পর্শে চোখ মেলে তাকাবে কোনো রূপসী রাজকন্যা! যাঁর ঘুম জড়ানো দৃষ্টি আবিষ্কার করবে জঙ্গলগড়ের প্রাচীন অরণ্যের বুক চিরে এগিয়ে চলা শুঁড়িপথটাকে।

যেই পথ ধরে একখানা নিভু-নিভু লণ্ঠন হাতে এলোমেলো পা ফেলে এখন হেঁটে চলেছে কাঠুরে মদন কুমার; ওরফে মদনা।

বাবা-মায়ের দেয়া মদন কুমার নামটা এখন বিলুপ্তির পথে। লোকের মুখে-মুখে কখন যে মদন কুমার অপভ্রংশ হয়ে মদনায় পরিণত হয়েছে, তার সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধান করাটা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ।

তবে বর্তমান নাম নিয়েও খুব একটা মাথাব্যথা নেই মদনার। তার কাছে মদন কুমারও যা, মদনাও তা-ই। গালভরা নামে ডাকলেই তো আর সে কাঠুরে থেকে ফরেস্ট অফিসার বনে যাবে না, তাই না?

এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার চেয়ে তাই রোজ সন্ধ্যায় এক বোতল বাংলা মদ জোগাড় করাটাই তার জীবনের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কটু গন্ধের ওই ঝাঁঝালো তরল গলায় না ঢাললে, জীবনটাকে বড্ড বিস্বাদ মনে হয় মদনার। মেজাজ খিঁচরে থাকে; অতি অল্পতেই জ্বলে ওঠে ব্রহ্মতালু।

এসময়টায় অকারণেই বউ পেটায় সে। অন্য অনেক কাপুরুষের মতোই নিজের স্ত্রীর শরীরে শক্তিমত্তার প্রমাণ এঁকে পুরুষত্ব জাহির করে।

তবুও বুঝি সুখ মেলে না; ভীষণ অস্থির-অস্থির লাগে। কেবলই বিছানায় এপাশ-ওপাশ করা, অযথাই শুয়ে থাকা; গোটা রাতটা একরকম নির্ঘুমই কাটাতে

হয় মদনাকে।

পেটে মদ না পড়লে নারীদেহের প্রতি আদিম আকর্ষণটাও ফিকে হয়ে আসে মদনার। শরাব এবং নারী, একে অন্যের পরিপূরক; একটি ছাড়া অন্যটি ভোগ করার মধ্যে সুখের লেশমাত্রও নেই!

তাই তো আজ জিভে মদের ছোঁয়া লাগায় স্ত্রী মালতীর প্রতি বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়েছে মদনার ভিতরে। পথের ধুলো ভেঙে আধমাইল দূরের গাঁয়ের দিকেই এগিয়ে চলেছে সে।

ওখানেই একটা ভগ্নপ্রায় একচালা ঝুপড়িতে তক্তাপোশের ওপর কাঠের পুতুলের মতন পড়ে রয়েছে মালতীর কর্মক্লান্ত শরীরটা। ওই দেহের সহস্র অন্ধকার গলি-ঘুপচির ভিতরে এখনও যদি হৃদয় বলে কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে, সে সত্তাটি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে, তার পাষণ্ড স্বামীটি যেন আজ মাতাল হয়েই বাড়ি ফেরে!

যদিও স্বামীর হাতের প্রহারের তুলনায় ভালোবাসাহীন শিশ্নের অত্যাচার কোনো অংশেই কম নির্মম নয়; তবুও দ্বিতীয়টির আঘাতের গোঙানি প্রতিবেশীদের কানে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। তাতে তার সম্ভ্রম হারালেও, আত্মসম্মানের কিয়দংশ বোধকরি টিকে থাকে। হয়তো সেটুকু অবলম্বন আঁকড়ে ধরেই এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আরও একটা দিন বেঁচে থাকার প্রেরণা পাওয়া যায়!

আচমকা একটা ভারী গর্জন কানে আসতেই ভয়ানক চমকে ওঠল মদনা; পেছন ফিরে তাকাল। কীসের হুঙ্কার এটা?

বাঘ?

শেয়াল?

নাকি ভালুক?

বলতে গেলে এই অরণ্যেরই সন্তান মদনা। এখানেই তার জন্ম, এখানেই তার বেড়ে ওঠা। তবুও তার এত বছরের অভিজ্ঞ কান গর্জনটার সুলুক সন্ধান করতে ব্যর্থ হল।

আচ্ছা, আওয়াজটা ঠিকঠাক শুনেছে তো সে? নাকি তার উদরের নিষিদ্ধ তরল বিভ্রম তৈরি করছে?

সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে আবারও সামনের দিকে পা বাড়াল মদনা। আর ঠিক তখনই গর্জনটা আবারও শুনতে পেল সে।

এবারের হুঙ্কারটা আরও জোরালো, আরও স্পষ্ট; যেন আগের চেয়ে অনেকখানি কাছিয়ে এসেছে ওটার স্রষ্টা।

চট করে শরীরের সবক'টা লোম দাঁড়িয়ে গেল মদনার। বুকের ভিতরটা ভীষণ কেঁপে ওঠল। চকিতেই গত ক'দিনের হত্যাকাণ্ডগুলোর কথা মনে পড়ে গেল তার।

প্রথমে মারা পড়েছিল বন বিভাগের বাংলোর দারোয়ান রতনলাল। তার পরে মরেছে বুড়ো গোয়ালার বড়োছেলে বারেক।

দুটো মৃতদেহই চিরে ফালাফালা করে রাখা হয়েছিল। যেন প্রচণ্ড আক্রোশে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কোনো মাংসাশী জানোয়ার!

সপ্তাহের ব্যবধানে দু'দুটো খুন রীতিমতো আতঙ্কিত করে তুলেছিল জঙ্গলগড়ের বাসিন্দাদের। সন্ধ্যার পর তখন ঘর ছেড়ে বেরোতেই ভয় পেত লোকে।

তবে বারেকের মৃত্যুর পর মাসখানেক নিরুপদ্রপ কেটে যাওয়ায় ত্রাসটা অনেকখানি থিতিয়ে এসেছিল। তাছাড়া খেটে খাওয়া মানুষদের ঘরবন্দি থাকার বিলাসিতা করার সুযোগ কোথায়! পেটের তাগিদেই তাই প্রাণনাশের শঙ্কাটাকে গিলে নিতে বাধ্য হয়েছিল জঙ্গলগড়বাসী।

তবে কি আজ ওই জানোয়ারটাই পিছু নিয়েছে মদনার?

আদতে কী ওটা?

দেখতে কেমন?

লণ্ঠনটা উঁচিয়ে ধরে পেছনের পথটাকে আলোকিত করার প্রয়াস পেল মদনা। বারকয়েক চোখ পিট-পিট করে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা করল।

শুঁড়িপথটাকে সম্মান জানিয়ে সারবেঁধে সটান দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন অরণ্য। প্রৌঢ় বৃক্ষগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে লেপটে আছে কাকের ডানার মতো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

সহসা ভারী হয়ে ওঠা বাতাস ঝুলে আছে মাথার ওপরে; যেন অদৃশ্য কারও ইশারা পেলেই সজোরে আছড়ে পড়বে জমিনের বুকে।

পরক্ষণেই ওটাকে দেখতে পেল মদনা! আঁধারের পর্দা ফুঁড়ে দৃশ্যপটে এসে হাজির হয়েছে শিকারি প্রাণীটা।

প্রথমটায় নিজের চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না মদনা। যা দেখছে, ঠিক দেখছে কি? মাত্রাতিরিক্ত সুরাপান তার মাথার ভিতরটাকে গুলিয়ে দেয়নি তো?

ঠিক তখনই আবার তল্লাট কাঁপিয়ে গর্জন করে ওঠল হিংস্র জানোয়ারটা। সেই সঙ্গে সাহসের শেষ বিন্দুটুকুও উবে গেল মদনার বুকের ভিতর থেকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল সে।

পেছনে তেড়ে এল অভিশপ্ত শ্বাপদ।

ওটার ছুটে আসার শব্দ কানে আসছে মদনার; প্রতি মুহূর্তেই কমে আসছে শিকার এবং শিকারির মধ্যবর্তী দূরত্ব।

অন্তরের অন্তস্তলে দিব্যি অনুভব করতে পারল মদনা, বাঁচার আর কোনো আশা নেই আজ। তবুও দেহের সর্বশক্তি বাজি লাগিয়ে দৌড়াচ্ছে সে। মনের কোণে

খেলা করছে অলীক এক প্রত্যাশা– যদি কোনো তেলেসমাতি ঘটে আর প্রাণটা কোন অছিলায় রক্ষা পায়!

হাত থেকে কখন লণ্ঠন ছুটে গেছে, জানে না মদনা।

ঠিক কখন পায়ের চটিজোড়ার মালিকানা হারিয়েছে, সেটাও জানা নেই তার।

সে শুধু জানে, পালাতে হবে তাকে। কেবলমাত্র সামনে এগুনোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার মুক্তির সম্ভাবনা; তা সেটা যত ক্ষীণই হোক না কেন।

তবে ভাগ্যদেবী আজ বোধহয় মদনার ওপর বেশ রুষ্টই ছিলেন। সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়ার বদলে মদনার কদমে বিপদের বেড়ি ছুড়ে দিলেন তিনি!

আচমকাই পথের ওপর লুটিয়ে থাকা একটা শুকনো ডালে হোঁচট খেল মদনা। তৎক্ষণাৎ হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল সে শাশ্বত ধুলোর দঙ্গলে।

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগিয়ে গড়িয়ে চিৎ হল সে। শেষবারের মতো পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মাছের চোখের মতন ঘোলাটে চাঁদটার দিকে।

মায়ের মুখটা মনে পড়ল তার; মনে পড়ল মালতীর কথা। মেয়েটার প্রতি বড্ড অবিচার করেছে সে; পরের জন্মেও এ পাপ তাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলল মদনা। তাতে গরম বাতাসের সঙ্গে মিশে রইল একরাশ হতাশা।

কয়েক মুহূর্ত পরেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নির্দয় শবর; আর চোখের সামনে থেকে একে-একে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশের চাঁদ, তারা, এমনকী জগতের সর্বশেষ আলোকবিন্দুটাও!

দুই

পেল্লায় ফটকটার দু'ধারে দুটো বিশালকায় কৃষ্ণচূড়া গাছ। মাথাভরতি একরাশ সবুজরঙা পাতা নিয়ে স্থবির হয়ে সটান দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

ওদেরই কোনো একটার ডালপালার আড়ালে নিজেকে গোপন করে একনাগাড়ে ডেকে চলেছে একটা 'বউ কথা কও' পাখি। শিশিরের ডানায় ভর করে সেই ডাকের বিষাদের সুর ছড়িয়ে পড়ছে দূর থেকে আরও দূরে।

তোড়নটা থেকে ঘাসের গালিচার বুক মাড়িয়ে বন বিভাগের বাংলোটার দিকে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে একটা খোয়া বিছানো পথ। এখানে-ওখানে ওটার প্রান্ত ছুঁয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে গোলাপ কিংবা গাঁদা ফুলের চারাগাছ। যেন সৌন্দর্য আর সুবাস বিলিয়ে পথটাকে বিমোহিত করে রাখাটাই ওদের গুরুদায়িত্ব! আর কাজটা যে তারা বেশ সুচারুভাবেই সম্পন্ন করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো জো নেই।

তবে প্রশ্ন ঠিকই আছে; প্রশ্ন আছে বাংলোর বারান্দায় মুখ ব্যাদান করে বসে থাকা দু'জন রাশভারী মানুষের মনে।

মানুষ দুটোর মাঝখানের টি-টেবিলের ওপর রাখা কেতলিটা থেকে ভেসে আসা গরম চায়ের মোহনীয় সুঘ্রাণটাও তাঁদের মনের নিরানন্দ ভাবটা কাটাতে ব্যর্থ হচ্ছে।

নিজের চায়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে হাতের কাপটা নামিয়ে রাখলেন ওসি আলাউদ্দিন। ঘাটাইল থানার ওসি তিনি। সুন্দরগড় অঞ্চলটা তাঁর থানার অধীনেই পড়ে।

'এ তো দেখছি মহা মুসিবতে পড়লাম, শৌভিক সাহেব। কী করা যায়, বলুন তো?'

চট্ করে কোনো জবাব দিলেন না ফরেস্ট অফিসার শৌভিক সেন। তবে তাঁর চেহারার বিমর্ষতার প্রলেপটা আরও খানিকটা ভারী হলো।

বারান্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দূরে কোথাও তাকিয়ে আছেন তিনি; যেন সমস্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন।

'প্রথমে খুন হল আপনার বাসার দারোয়ানটা,' আবারও মুখ খুললেন ওসি আলাউদ্দিন। 'ফাজিল কিসিমের লোক; নেশা-পানি করত। আমি ভাবলাম, তার সঙ্গী-সাথীদের কেউই হয়তো কোনো কারণে নিকেশ করে দিয়েছে তাকে। জুয়ার টেবিলে কিংবা মদের আড্ডায় এমন ঘটনা তো হরহামেশাই ঘটছে।

'হয়তো হেরে গিয়ে টাকা না চুকিয়েই পালিয়ে এসেছিল রতনলাল; কিংবা নেশার ঘোরে হয়তো কারও মা-বাপ তুলে খিস্তি ঝেরেছে! ব্যস, আর কী লাগে? সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে কায়দামতো পেয়ে পাওনাটা কড়ায়-গন্ডায় মিটিয়ে দিয়েছে প্রতিপক্ষের লোকেরা।'

নিশ্চুপ রইলেন শৌভিক সেন। খানিকটা মাথা দোলালেন।

'তবে হিংস্রতার নমুনা দেখে কিছুটা খটকা যে একেবারেই লাগেনি, তা নয়। তবে ও-নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামাইনি,' বলে চললেন আলাউদ্দিন। 'লোকটার আত্মীয়-স্বজন বলতে তেমন কেউ তো নেই; আর আপনি নিজেও তখন অতটা গা করলেন না। তাই আর এটার পেছনে অযথা সময় নষ্ট করতে চাইনি। ওই বেওয়ারিশ তদন্তগুলোর ফলাফল যা হয় আরকী...'

'আমি কিন্তু মামলা করার কথাটা একবার বলেছিলাম আপনাকে। আপনিই বারণ করেছিলেন,' মৃদু স্বরে বললেন ফরেস্ট অফিসার।

'হ্যাঁ, করেছিলাম বারণ,' উত্তেজিত গলায় বললেন আলাউদ্দিন। 'কারণ, মামলা করলে পুলিশের খাতায় নতুন একটা পাতাই কেবল যোগ হত, কাজের কাজ কিছুই হত না। মাঝখান দিয়ে উপরওয়ালারা আমার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানোর

অহেতুক একটা সুযোগ পেয়ে যেত। সাংবাদিকদের কানেও হয়তো পৌঁছে যেত খবরটা। যে শান্তির খোঁজে এ অঞ্চলে বদলি হয়ে এসেছিলাম, সেটা আর থাকতো না। সেটা অবশ্য এমনিতেও এখন আর নেই। তবে সাংঘাতিক সাংবাদিকরা যে মৌমাছির মতো চারপাশে ভিন-ভিন করছে না, এটাই আমাদের সাত কপালের ভাগ্য বলতে পারেন।'

নিজের জন্য আরেক কাপ চা ঢেলে নিলেন তিনি; আয়েশ করে তাতে চুমুকও দিলেন। তবুও বিরক্তি ভাবটা কাটল না তাঁর। দ্রুত কয়েক চুমুক গিলে নিয়েও আবারও ফিরে গেলেন পূর্বের আলোচনায়।

'তবে আমি কিন্তু যতটুকু সম্ভব তদন্ত করেছিলাম। নিজের তাগিদেই। আপনি জানেনও সেটা। কোনো সাক্ষী নেই, সিসিটিভি ফুটেজ নেই, নিরেট কোনো সন্দেহভাজন নেই; এগুনোর কোনো পথই তো আমার সামনে খোলা ছিল না, তাই না?'

'বারেকের ব্যাপারটা...' বলতে শুরু করলেন শৌভিক সেন।

'হ্যাঁ, এখানে আমার কিছু একটা করার সুযোগ ছিল এবং আমি সেটা করেছিলামও,' তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন আলাউদ্দিন। 'কোনো প্রত্যক্ষদর্শী না থাকা সত্ত্বেও দু'জন আসামিকে গ্রেফতার করেছিলাম। দুটোই ছিঁচকে চোর; গোয়ালাটার সঙ্গে সখ্যতা ছিল। ছোকরাকে দুধে জল মিশিয়ে শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে সাহায্য করত ওরা।

'ঘটনার দু'দিন আগেই কী নিয়ে যেন ঝগড়া বেঁধেছিল ওদের মধ্যে। বালুতুবার এক মোদী দোকানি হাতাহাতি করতে দেখেছে ওদেরকে। বারেক নাকি হাত নাড়িয়ে-নাড়িয়ে শাসাচ্ছিল যে, ভবিষ্যতে যা করার একাই করবে সে; ওদের দু'জনের সাহায্য আর নেবে না।'

'কিন্তু আপনি ওই আসামি দু'জনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কোর্টে চালান করেননি,' শান্ত কণ্ঠে বললেন ফরেস্ট অফিসার শৌভিক সেন।

প্রথমটায় বিরক্ত হলেও পরক্ষণেই মৃদু হাসলেন আলাউদ্দিন। 'বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিয়েছি, শৌভিক সাহেব। বাধ্য হয়ে। আইনের কাছে আমাদের হাত-পা বাঁধা, চাইলেই যা খুশি তা করতে পারি না আমরা। তা আপনারা বাইরে থেকে যতই আমাদেরকে মহা ক্ষমতাধর ভাবুন না কেন।

'ছেলে দুটোর বিরুদ্ধে অকাট্য কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারিনি আমরা। তাছাড়া অন্তত এক ডজন লোক সাক্ষী দিয়েছে যে, খুনের সময়টায় যে যার বাড়িতেই ছিল ওরা। মাল খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে পড়েছিল ঘরের দাওয়ায়। সাত চড়েও তখন আর রা করার সামর্থ্য ছিল না ওদের; খুন করা তো আরও পরের ব্যাপার।

'ওই অবস্থায় চার মাইল দূরের জঙ্গলের ধারে গিয়ে বারেককে হত্যা করে আবার নিজেদের ডেরায় ফেরাটা মোটামুটি অসম্ভবই ছিল ওদের জন্য; কারও না কারও চোখে পড়তই।

'পাড়ার লোকেরা দু'চোখে দেখতে পারে না ও-দুটোকে; যারপরনাই ঘৃণা করে। তাই ওদেরকে বাঁচাতে একজোট হয়ে মিথ্যে বলবে সবাই, এমনটা মনে হয়নি। আর মিথ্যে বললেও আসলে কিছু করার ছিল না আমার। এতগুলো মানুষের সাক্ষ্য ফেলনা নয়।

'নিরেট প্রমাণ ছাড়া আসামি পেশ করার জন্য আদালতে রীতিমতো অপমান করা হত আমাকে। সাজানো মামলা বলে হয়তো তিরস্কারও করত আসামি বিবাদী পক্ষের উকিল।'

আলাউদ্দিনের চোখে চোখ রাখলেন শৌভিক সেন। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে বললেন, 'খুনগুলো যে মানুষই করেছিল, অতটা নিশ্চিত হলেন কী করে? স্থানীয় লোকেরা তো বলাবলি করছিল...'

'ওদের ধারণা, এগুলো কোনো প্রেতের কাজ, তাই তো?' বিরক্তি নিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন আলাউদ্দিন। 'ওরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, যা খুশি তা বলতেই পারে। এখন আপনি-আমিও যদি ওদের কোথায় নাচতে শুরু করি, তাহলে চলবে? আদালতে গিয়ে জজসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কী বলব? ভূতে মেরেছে মানুষগুলোকে?'

'ভূত-প্রেতের কথা বলছি না। কিন্তু কাজটা তো কোনো জংলি জানোয়ারও করতে পারে, তাই না?' দৃঢ় গলায় বললেন শৌভিক সেন। 'বিভিন্ন শারীরিক ক্ষতের যন্ত্রণা কিংবা ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে প্রায়ই বুনো মাংসাশী জানোয়ারগুলো উন্মাদ হয়ে যায়। তখন তাদেরকে মানুষ শিকারের নেশায় পেয়ে বসে। এখানেও ওরকম কিছু একটা ঘটাটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। যেহেতু পাশেই একটা বিশাল জঙ্গল রয়েছে।'

খানিকক্ষণ মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন ওসি আলাউদ্দিন। নিজের জুতোতে লেপটে থাকা শুকনো ধুলোতে নিবদ্ধ তাঁর আনত দৃষ্টি।

আচমকা মুখ তুলে তাকালেন তিনি; চোখের তারা চক-চক করছে। শান্ত গলায় বললেন, 'এতদিন আসলে এ সম্ভাবনাটার ব্যাপারে জোর দিয়ে ভাবিনি আমি। কারণ, লাশগুলোর শরীরে হিংস্রতার যে প্রকট ছাপ উপস্থিত ছিল, তাতে আমার সন্দেহটা বারংবার মানুষের দিকেই ধাবিত হচ্ছিল। মানুষের চেয়ে হিংস্র প্রাণী আপনি আর দেখেছেন কখনও? আমি অন্তত দেখিনি। আমার ধারণা ছিল, অতখানি পশুত্ব কেবল মানুষই ধারণ করতে পারে, বনের পশুরা নয়।

'তবে কাল রাতের মদনার খুনটার পর অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি আমি।

এখন মনে হচ্ছে, হত্যাকাণ্ডগুলোর জন্য কোনো বুনো জানোয়ারই দায়ী, মানুষ নয়।'

'হঠাৎ করে আপনার মত পরিবর্তনের কারণ?'

'কারণ, এবারে অকুস্থলে জানোয়ারটার পায়ের কিছু ছাপ পেয়েছি আমরা। আগের দুটো খুন হয়েছিল পিচের রাস্তার ওপর, আর এবারেরটা হয়েছে বনের মাঝখানের শুঁড়িপথে। পথটায় বর্ষাকালে একহাঁটু কাদা জমে থাকে, ওগুলোই শীতে এসে শুকিয়ে বালির সমুদ্রে পরিণত হয়। কুয়াশার কারণে ছাপগুলোর বেশ স্পষ্ট প্রতিলিপিই পেয়েছি আমরা বালির ওপর।'

'কীসের পায়ের ছাপ ওগুলো? চিতা?'

'কীসের ছাপ, খোদা মালুম! এসব জ্ঞান কি আর আমার আছে? তাই আপনার অফিসের দু'জন ট্র্যাকারকে ধার করেছি। ওদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছি আমার দু'জন হাবিলদারের সঙ্গে। দেখা যাক, ছাপগুলোকে কীসের বলে রায় দেয় ওরা।'

নিশ্চুপ রইলেন শৌভিক সেন; জানেন, আলাউদ্দিনের কথা তখনও শেষ হয়নি।

'জানোয়ারটা শনাক্ত হওয়া মাত্রই কিন্তু আমার কাজ শেষ আর আপনার কাজ শুরু।'

'মানে?'

'মানে, আপনাকেই ওটাকে মারার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি নির্দেশনা জারি করে প্রফেশনাল শিকারি আনাতে হবে। বন্যপ্রাণী নিধন করাটা তো আর পুলিশের কাজ নয়, তাই না? তাছাড়া এসব কাজে তো আমাদের কোনো দক্ষতাও নেই। অহেতুক কেরামতি দেখাতে গিয়ে হয়তো বেঘোরে পৈতৃক প্রাণটা খোয়াতে হবে।'

'আরেহ্ না, না। ও-নিয়ে আপনি মোটেও দুশ্চিন্তা করবেন না। আমিই সমস্ত জোগাড়যন্ত্র করব। হয়তো শিকারের অভিযানে শামিলও হয়ে যেতে পারি। শিকার করাটা বরাবরই ভীষণ রোমাঞ্চকর লাগে আমার কাছে। আমার বাবাও একজন বিখ্যাত শিকারি ছিলেন।' দৃঢ় গলায় বললেন শৌভিক সেন।

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়। নিশ্চিন্ত হলাম। তবে আপনাকে কিন্তু খুবই সাবধানে থাকার অনুরোধ করছি, মশাই। সন্ধ্যার আগে আগেই বাংলোর গেইটটা বন্ধ করে দেবেন। নতুন একজন সরকারি দারোয়ান না পাওয়া পর্যন্ত, স্থানীয় কাউকে নিয়োগ দিয়েই ঠেকার কাজটা চালিয়ে নিতে পারেন। শিকার করতে গিয়েই নিজেই আবার শিকার হয়ে যাবেন না যেন,' চোখ টিপে রসিকতা করলেন ওসি আলাউদ্দিন।

হাসি দেখা দিল শৌভিক সেনের ঠোঁটেও, তবে তাতে প্রাণের কোনো চিহ্ন